প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

www.dls.gov.bd

ভূমিকা

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ উপখাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ২.৫০%। প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৫০% প্রাণিসম্পদ উপখাত থেকে আসে। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ২০% সরাসরি এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া ২০১১-১২ অর্থ বছরে চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য রপ্তানী আয়ের পরিমান ৪২৬৪.৯ কোটি টাকা (Export reports of Bangladesh Bank)। আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রাণিসম্পদ খাত বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাই বর্তমান সরকার এ উপখাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

রূপকল্প (Vision)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রূপকল্প বা ভিশন (Vision) হচ্ছে দেশে দুধ, ডিম, ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণপূর্বক মেধাবী, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠন করা। এছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে অধিক পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। এ সকল লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ৪ বছরের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণীঃ

১। দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ও জনপ্রতি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ঃ

দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ও জনপ্রতি এগুলির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জোরালো কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ফলে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২৬.৫০ লক্ষ মে.

দুধ

মাংস

ডিম

টন, ১০.৪ লক্ষ মেট্রিক টন, ৫৬৫.৩২ কোটি টি এবং প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতা ছিল যথাক্রমে ৫১.৯৪ মিলি/দিন/জন, ২০.২৬ গ্রাম/দিন/জন ও ৪০.২২ টি/জন/বছর। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিবেচনা প্রসূত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছর শেষে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বেড়ে যথাক্রমে ৩৪.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ২৩.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৭৩০.৩৮ কোটিতে উন্নীত হয়েছে এবং প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ৬৪.১১ মিলি/দিন/জন, ৪৩.১৭ গ্রাম/দিন/জন ও ৪৯.৩৫ টি/জন/বছর এ দাড়িয়েছে। যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ৩০.৬৮%, ১২৪.২৩% ও ২৯.২০% বেশী। রূপকল্প- ২০২১ এ উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করা গেলে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রূপকল্প- ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

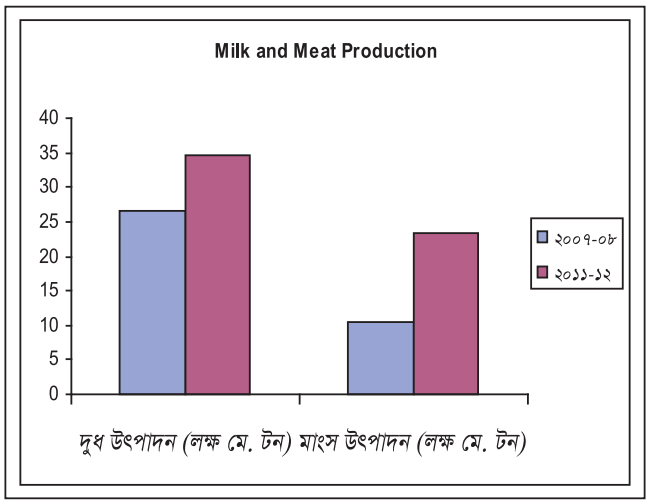

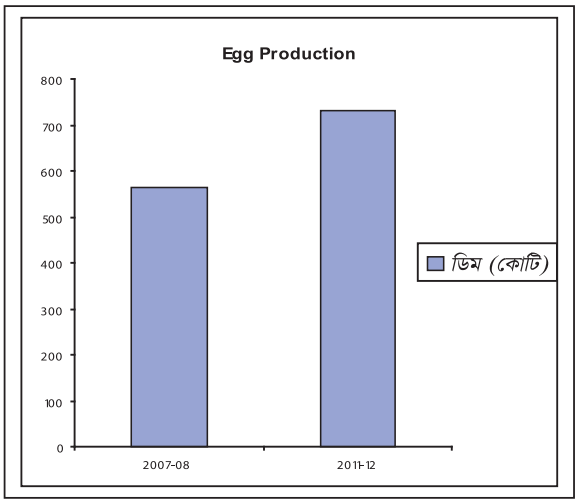

২। দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রাণিসম্পদ বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দুরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে গত ০৪ (চার) বছরে

ছবি ঃ ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ছবি ঃ মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মোট ৩৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ জনকে (বেকার যুবক, যুব মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে) প্রশিক্ষণের আওতায় এনে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত ৪ বছরের সময়কালে রাজস্ব ও উন্নয়নখাতে নিয়োগ এবং

সেচ্ছাসেবী তৈরীর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যন্ত রাজস্বখাতে ৬৪৮ জন ও উন্নয়নখাতে ১৫২২ জন নিয়োগসহ ২০৪০ জন কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে বেসরকারি পর্যায়ে প্রাণিসম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং দারিদ্র হ্রাসকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

৩। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ঃ

বর্তমানে দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের কভারেজ প্রায় ৩৬%। দেশের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে এই কভারেজ আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। কৃত্রিমপ্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা দুধ ও মাংস উৎপাদনে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২৮১৩ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম

ছবি ঃ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম

ছবি ঃ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রাপ্ত উন্নত জাতের গাভী

বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সিমেন উৎপাদন এর সংখ্যা ২০০৭-০৮ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৩.১ লক্ষ ডোজ এবং ৩৪.২২ লক্ষ ডোজ। ২০১১-১২ সালের সিমেন উৎপাদন ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ৪৮.১৪% বেশী। কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ২০০৭-০৮ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৮.১ লক্ষ এবং ২৬.৯১ লক্ষ। ২০১১-১২ সালের কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ৪৮.৬৭% বেশী। প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আবহাওয়া উপযোগী সংকর জাতের বিফ ব্রিড উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচির মাধ্যমে ১০ টি জেলার ১১ টি উপজেলায়, কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার ঢাকায় ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সাভার, ঢাকাতে আমেরিকা থেকে ১০০% ব্রাহামা জাতের হিমায়িত সিমেন আমদানী করে দেশী জাতের গাভীর সাথে প্রজনন করতঃ মাংসল জাতের বাছুরের উৎপাদন কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছিল যা অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে। ইতোমধ্যেই এই কর্মসূচি শেষ হওয়ায় উন্নয়ন বাজেটের ৩ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প প্রস্তাব একনেক এ অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এই প্রকল্পটি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক গতিশীলতা পাবে ও মানুষের আমিষের প্রাপ্যতা অনেক বেড়ে যাবে।

৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগে প্রাণিসম্পদ বিভাগের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করার কোন প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। বর্তমান সরকার ডিজিটালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে এই অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশন

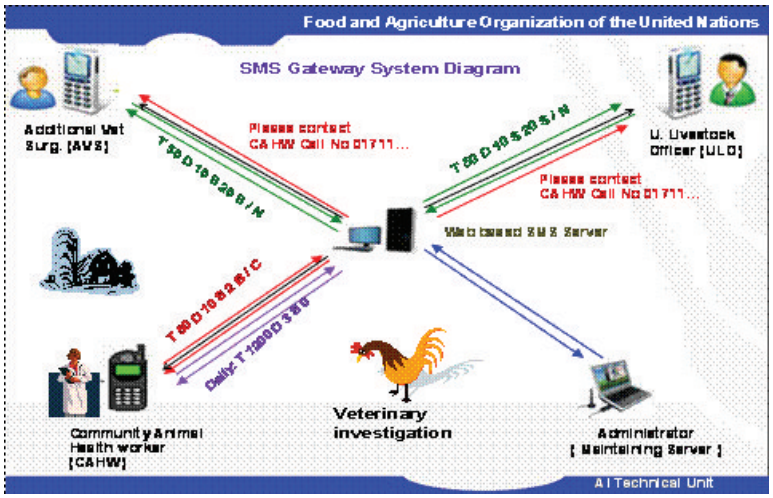

ছবি ঃ এসএমএস গেইটওয়ে সিস্টেম

করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত ৩৭২ টি স্থানের কম্পিউটারে ৫ mbps উচ্চগতি সম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশন দেয়া হয়েছে। এতে তথ্য প্রযুক্তির হাইওয়ে হিসাবে পরিচিত সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সংযুক্ত হয়েছে। তাছাড় সকল প্রাণিসম্পদ দপ্তরে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। Local Area Network (LAN), e-livestock, online monthly/quarterly report প্রদান, টেন্ডার, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য ওয়েবসাইটে (www.dls.gov.bd) নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে। Wireless and LAN Router modem network স্থাপনসহ Leased Internet Web enable GIS (Geographical Information System) based MIS Software টি Development-এর কাজ সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে, যা উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট চালু রয়েছে ও এসএমএস গেটওয়ে সিস্টেমের (SMS Gateway System) মাধ্যমে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম চলছে। এসএমএস গেটওয়ে সিস্টেম (SMS Gateway System) ব্যবহার করে অতিদ্রুত মাঠ পর্যায় থেকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের একটিভ সার্ভিলেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত এ রোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।

৫। আইন ও বিধিমালা প্রনয়ণ ঃ

সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতিমালা ছাড়া কোন কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানো কঠিন। দেশে মৎস্য ও পশু খাদ্যের উপর ইতঃপূর্বে কোন আইন ও নীতিমালা ছিল না। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন-২০১০, পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০১১ প্রণয়ন করে। চিড়িয়াখানা আইন-২০১০ এর খসড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

৬। ভেটেরিনারি ড্রাগস্ এডমিনিষ্ট্রেশন সেল গঠন ঃ

ভেটেরিনারি ড্রাগস্ এডমিনিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঔষধের গুনাগুন পরীক্ষা ও অপপ্রয়োগ বন্ধের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ঔষধ, ভিটামিন- মিনারেল ও ফিড এডিটিভস, ভ্যাকসিন ইত্যাদির নিবন্ধন ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ড্রাগ প্রশাসন পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মন্ত্রিপরিষদ সভায় ভেটেরিনারি ড্রাগস্ প্রশাসন পরিচালনার জন্য ভিন্ন একটি ভেটেরিনারি ড্রাগস্ এডমিনিষ্ট্রেশন সেল গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবার মান আরও উন্নত হবে।

৭ । গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান ও রোগ নিয়ন্ত্রণ ঃ

ক) চিকিৎসা কার্যক্রম ঃ গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে ব্যাপক চিকিৎসা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২০০৭-০৮ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে যথাক্রমে ২৯৬.৩ লক্ষ এবং ৪৬৭.১৬ লক্ষ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ২০১১-১২ সালে প্রদানকৃত চিকিৎসা ২০০৭-০৮ সালের তুলনায় ৫৭.৬৬% বেশী। বর্তমান সরকারের আমলে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সেবা গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।

ছবি ঃ টিকা প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ছবি ঃ বিনামূল্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম

খ) গবাদিপশুর রিন্ডারপেষ্ট মুক্ত বাংলাদেশ ঘোষণা প্রাপ্তি ঃ ১৯৫৮ সাল থেকে গবাদিপশুর রিন্ডারপেষ্ট নামক ভাইরাস জনিত ভয়াবহ রোগের প্রকোপে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। দেশ থেকে এ রোগ নির্মুল করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী কয়েক দশক একাধিক্রমে গবাদিপশুতে রিন্ডারপেষ্ট টিকা প্রয়োগ করা হয়। অবশেষে ২০১০ সালের শুরুতে OIE কর্তৃক বাংলাদেশকে রিন্ডারপেষ্ট মুক্ত ঘোষণা করে সনদ প্রদান করা হয়।

গ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, এনথ্রাক্স ও এফ.এম.ডি. রোগ নিয়ন্ত্রণ ঃ বাংলাদেশে পোল্ট্রি সেক্টর একটি বিকাশমান শিল্প। এদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব ২০০৭ সালে প্রথম দেখা দেয়। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাবে জনমনে আতংক সৃষ্টি হলেও প্রচারনা ও গৃহীত সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে দেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। "এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপনস প্রকল্প" ও "সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর কমবেটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ" নামক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদেরকে বর্তমান সরকারের ০৪ বছরে মোট ১৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। এ রোগের প্রাদুর্ভাবের

ছবি ঃ রিন্ডারপেষ্ট মুক্ত ঘোষণার সনদ

ছবি ঃ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদের ক্ষতিপূরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব

পর এ পর্যন্ত (২০১১-১২ পর্যন্ত) সর্বমোট ২৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্থ খামারীদেরকে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১০ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ২৩৯০ জন ক্ষুদ্র খামারী ও ১৮২০০ জন পারিবারিক খামারীকে পুণর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গবাদিপশুতে এনথ্রাক্স নামক একটি রোগ মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ, নিবিড় টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের ফলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। ইহাছাড়া এফ.এম.ডি. রোগ নিয়ন্ত্রণেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে এবং এ রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব (Priliminary Development Project Proposal) অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

ঘ) জুনোটিক Emerging and Re-emerging রোগ নিয়ন্ত্রণ ঃ বিশ্বের বহুদেশে প্রাণী থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে অ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাস সহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে প্রাণী থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগ সমূহ প্রাণী থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মুলের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সে লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি ২৪ টি কোয়ারেনটাইন স্টেশন ও একটি ইপিডেমিওলজি ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কোয়ারেনটাইন স্টেশন ও একটি ইপিডেমিওলজি ইউনিট স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে যা জুনোটিক, ইমারজিং ও রি-ইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

৮। খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security) ও নিরাপদ খাদ্য (Food safety) প্রাপ্তির কার্যক্রম গ্রহণ ঃ Food safety and Food Security বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ঢাকায় ৪ টি সহ সারাদেশে ০৯ টি Live Bird Market (LBM) উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এই LBM সমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। ফলে একদিকে Food safety and Food Security -এর পথ উন্মোচিত হয়েছে এবং অন্য দিকে রোগ নিয়ন্ত্রণেও সুফল পাওয়া যাবে। এছাড়া প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার, টক্সিকোলজি গবেষণাগার ও সিডিআইএল এর মাধ্যমে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্যসমূহের মাননিয়ন্ত্রণের আধুনিক পরীক্ষা নিয়মিত সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৯। ঢাকা চিড়িয়াখানায় বৈচিত্র্য আনয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ঃ

ঢাকা চিড়িয়াখানার প্রাণী বৈচিত্র্য উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এই চিড়িয়াখানায় ৩১ প্রজাতির ১৯০ প্রকার পশু পাখি ক্রয় করে চিড়িয়াখানাটির জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা ও রংপুর চিড়িয়াখানা দু'টিকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল সার্ভে করা হয়েছে। বিস্তারিত ডিজাইন তৈরী করে আধুনিকায়নের জন্য ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

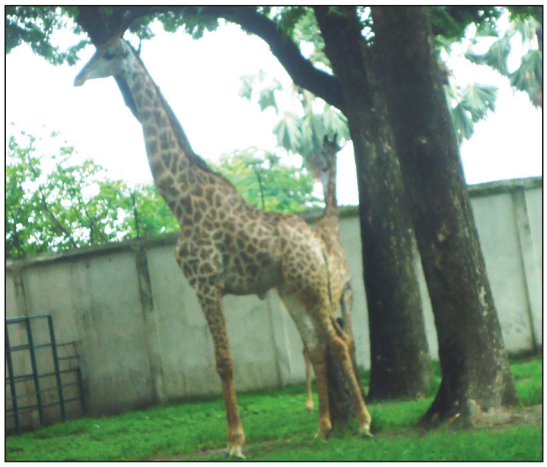

ছবি ঃ চিড়িয়াখানায় নতুন ক্রয়কৃত পশুপাখি